সান্ধ্য জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

জাদুঘরে বোমা

ভারতীয় জাদুঘরে বোমাতঙ্ক। শুক্রবার সকালে এমনই এক হুমকি বার্তা জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছে। হুমকির পরই খালি করা হয় জাদুঘর। কলকাতা পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড তল্লাশি চালাচ্ছে

আমেরিকার পেরিতে স্কুলে বন্দুক নিয়ে হামলা এক ছাত্রের, মৃত ১

আরও শীতল দিল্লি, উত্তর ভারত শৈত্যপ্রবাহের কবলে

বর্ষ - ১, সংখ্যা ২২৪ ● ৫ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ১৯ পৌষ ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২ পাতা ● Vol. 1, Issue - 224 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 5 JANUARY, 2024 ● 2 Pages

বিচারকের আসনে বসে বিচারপতি অভিজিতের রাজনৈতিক নেতার মতো বক্তব্য, ধিক্কার সর্বত্র

প্রতিবেদন : নিজের রাজনৈতিক সত্তা বারবার সামনে চলে আসছে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। হাইকোর্টে বিচারকের আসনে বসেও কাণ্ডজ্ঞানহীন বেআক্কেলে মন্তব্য করে এর আগে বহুবার ভর্ৎসিত হয়েছেন তিনি। শুক্রবার আরও একবার নিজের কারণেই জনমানসে ধিকৃত হলেন। পুলিশকে না জানিয়ে ইডি-সিবিআই যেভাবে রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করতে বাংলা জুড়ে তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের বাড়িতে হানা দিচ্ছে, তাতে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে বিজেপির রাজনৈতিক টার্গেট। লোকসভা নির্বাচনের আগে যা আরও বেশি করে সামনে আসছে। সন্দেশখালিতে এই এজেন্সির তৎপরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে সাধারণ মানুষ। তাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছেন। এই ঘটনাকে সামনে রেখে নিজের এজলাসে বসে কোনও কারণ ছাড়াই আচমকা উল্লেখ করে একেবারে রাজনৈতিক নেতার মতো বক্তব্য রাখেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলায় কেন রাষ্ট্রপতি শাসন হবে না, রাজ্যপাল কেন চুপ করে আছেন, তাঁর কী করা উচিত, এসব সংক্রান্ত পরামর্শ দেন বিচারপতির আসনে বসেই।

এই ঘটনাতে ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস বিচারপতিকে তাঁর সাংবিধানিক সীমানা বুঝিয়ে তুলোধোনা করেছে। দলের স্পষ্ট বক্তব্য, নিজের উইশলিস্ট পূরণ করতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় একেবারে রাজনৈতিক নেতার মতো বক্তব্য রাখছেন। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে তোপ দেগে বলেন, উনি চেয়ার ও পদের অপব্যবহার করছেন। নিজের উইশলিস্ট এভাবে এগিয়ে দিচ্ছেন কেন? উনি শুক্রবার যা বলেছেন, তা পুরোদস্তুর কমরেড গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা।

কুণালের সংযোজন, মুখোশের আড়ালে না থেকে মুখোমুখি আসুন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির উচিত ওঁকে বের করে দিয়ে ৭ তারিখের সিপিএমের ব্রিগেডে মিটিংয়ে পাঠানো। কুণালের আরও তোপ, নেতা সাজার এত ইচ্ছা থাকলে একটু টুল কিনে হাইকোর্টে পাড়ায় টিফিন টাইমে তার উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিন। উনি বাংলা সম্পর্কে কী জানেন? বিচারপতির আসনে বসে রাষ্ট্রপতি শাসন-রাজ্যপালের কী করা উচিত, এসব পরামর্শ দিচ্ছেন। এগুলি কি উনি পারেন? প্রশ্ন কুণালের। তাঁর সংযোজন, এরকম দু'-একজন বিচারপতির জন্যই বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে আদালতের প্রতি, বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষ আস্থা হারাবেন।

দিনের পর দিন বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে অপদস্থ করার জন্য বিচারপতির আসনে বসে সুযোগ পেলেই আইনের ফাঁক গলে লিখিতভাবে না বলে শুধু মিডিয়াতে বাজার গরম করার জন্য আর খবরে থাকার জন্য যেভাবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়-সহ আরও দু'-একজন সরাসরি রাজনৈতিক মন্তব্য করে বসছেন তা অনভিপ্রেত। এই বিচারপতিদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক অবজার্ভেশন ও নির্দেশের পরেও এঁরা শুধরোননি। নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ, বিশ্বাস ও ইচ্ছে পূরণের প্লাটফর্ম হিসেবে বেছে নিচ্ছেন কোর্টরুমকে। আর এধরনের ঘটনায় ভুল বার্তা যাচ্ছে সমাজে। তৃণমূলের স্পষ্ট বক্তব্য, যদি রাজনীতি করতেই হয়, তবে নিজের পদকে ঢাল করে এভাবে মেঘের আড়ালে না থেকে সরাসরি ঝান্ডা হাতে রাস্তায় নামুন। আমি বিচারপতিও হব, আবার বিশেষ রাজনৈতিক দলের লাইন অনুযায়ী কোর্টরুমে বসেই মন্তব্য করব, মিডিয়াকে খবর খাওয়াব, মসিহা হব, এই ইচ্ছে থাকলে কোনও আইনি বিষয়ের উপর সত্যি কি নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব? বোধহয় না। তা হলে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চ ও সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হত না।

তৃণমূলের কটাক্ষ : হাইকোর্ট ছেড়ে ব্রিগেড যান

শুভেন্দুদের ক্রমাগত প্ররোচনা

পুলিশকে আগে কেন জানিয়ে গেল না ইডি!

সাংবাদিক বৈঠকে শশী পাঁজা।

প্রতিবেদন : এসবই বিজেপির সাজানো চিত্রনাট্য। নির্বাচন আসছে, তাই এই ধরনের চিত্রনাট্য চলতেই থাকবে। সন্দেশখালির ঘটনায় পাল্টা বিজেপিকে নিশানা করল তৃণমূল। এই ঘটনাকে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে তোপ দাগলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, একটা শান্তিপূর্ণ রাজ্যকে বদনাম করার জন্য প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। ডাঃ শশী পাঁজার কথায়, বাংলাকে সস্তা মনে করেছে ওরা। (এরপর ২ পাতায়)

গদ্দার হটাও, হলদিয়া বাঁচাও

সেই বিদ্যুৎ এনে দেওয়া গ্রামে ফের গেলেন কুণাল

প্রতিবেদন : প্রয়াত নেতা স্বপন নস্করের স্মরণসভা থেকে হলদিয়ায় বিজেপি ও গদ্দার হটানোর ডাক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগে নবীন-প্রবীণ একজোট হয়ে একটি পরিবারের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে গদ্দার হটানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভোটের ময়দানে নামার ডাক তৃণমূলের। শুক্রবার হলদিয়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপিতা স্বপন নস্করের স্মরণসভা থেকে বিজেপির নাম-নিশানা মুছে দেওয়ার শপথ নিল তৃণমূল। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, হলদিয়াকে গদ্দার ও বিজেপি মুক্ত করতে পারলেই স্বপন নস্করকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। যেদিন হলদিয়া সম্পূর্ণ বিজেপি মুক্ত হবে, সেদিন আবার সবাই মিলে প্রয়াত স্বপন নস্করের নামে জয়ধ্বনি তোলা হবে। শুধু প্রয়াত নেতার ছবিতে ফুল, মালা কিংবা বক্তৃতা দিয়ে নয়, তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার একজোট হয়ে (এরপর ২ পাতায়)

প্রয়াত নেতা স্বপন নস্করের স্মরণসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষ, টাউন সভাপতি মিলন মণ্ডল-সহ দলীয় নেতৃত্ব। শুক্রবার।

দাঁতন সমবায় সমিতি তৃণমূলের

প্রতিবেদন : চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে জয়জয়কার রাজ্যের শাসকদলের। এবার সমবায় সমিতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল ঘাসফুল শিবির। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ২ নম্বর ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূঁয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে জয়ী হল তৃণমূল। সমবায় সূত্রের খবর, এই সমিতির মোট ভোটার ১২৪০ জন। ৪৮ জন প্রতিনিধি নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল করেন। কিন্তু বিরোধীরা মনোনয়ন তুললেও কেউ জমা দেননি। (এরপর ২ পাতায়)

সান্ধ্য জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
২
৫ জানুয়ারি ২০২৪
শুক্রবার

বিকেলের TOP 10

রাজ্য

- ভারতীয় জাদুঘরে বোমাতঙ্ক, হুমকি মেল পেয়ে সক্রিয় কলকাতা পুলিশ।
- ঝাড়গ্রামে শ্রাদ্ধবাড়িতে বিষাক্ত দই খেয়ে হাসপাতালে শতাধিক।
- শিলিগুড়িতে ডাম্পার দৌরাত্ম্য রুখলেন এলাকার কাউন্সিলর।
- চোরাকারবারি রুখতে বিশেষ দল গঠন বৈকুণ্ঠপুর বন দফতরের।
- কামারহাটিতে তৃণমূল কর্মীকে গুলিকাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত।
- হাতি তাড়াতে গিয়ে ঝাড়গ্রামে মৃত হুলাপার্টির এক সদস্য।
- মালবাজারের এসএসবি ক্যাম্পে চিতাবাঘ শাবক।
- বেআইনি গর্ভপাতের অভিযোগে ইংরেজবাজারের নার্সিংহোমে তালা।
- গভীর রাতে কিষণগঞ্জের কাছে ট্রেন ধাক্কায় মৃত যুবক।
- নানুরে নাবালিকা গণধর্ষণ, ১ অভিযুক্তকে গ্রেফতার পুলিশের।

দেশ

- জন্মদিনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর।
- সামনে ভোট, শরদ পাওয়ারের নাতি রোহিতের ৬টি ঠিকানায় চলছে ইডি তল্লাশি।
- উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে বাড়বে ঠান্ডা, ঘন কুয়াশায় ব্যাহত জনজীবন।
- খুনের প্রায় ১০০ ঘণ্টা পরেও মেলেনি মডেলের দিব্যা পাহুজার দেহ।
- হরিয়ানায় প্রাক্তন বিধায়ক দিলবাগের বাড়িতে ইডি, উদ্ধার কোটি কোটি টাকা-সোনা-বন্দুক-কয়েকশো কার্তুজ।
- পুলিশের এনকাউন্টারে খতম গ্যাংস্টার বিনোদ উপাধ্যায়।
- 'কৃষক-শ্রমিকদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকুন', সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ নিয়ে 'শিক্ষিত'দের খোঁচা নারায়ণমূর্তির।
- এবার রাজ্যসভায় যাচ্ছেন দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়াল।
- ফাঁস হচ্ছে 'গোপন' তথ্য, আরটিআই নিয়ে আরও কড়া হচ্ছে ভারতীয় রেল।
- পাক-চিনের বুক কাঁপিয়ে ভারতীয় সেনাকে আরও শক্তিশালী করতে উদ্যোগ! ৮০০ কোটির চুক্তি স্বাক্ষর কেন্দ্রের।

বিদেশ

- আমেরিকায় মানসিক অবসাদে ছাত্র, বন্দুক নিয়ে স্কুলে হামলা, এক পড়ুয়ার মৃত্যু।
- বিত্তশালী প্রার্থীর ছড়াছড়ি বাংলাদেশে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগে কোটিপতি ক'জন?
- ক্যালিফোর্নিয়ায় হিন্দু মন্দিরে আবার হানাদারি! লেখা হল খালিস্তানপন্থী স্লোগান।
- হুঙ্কার ইরানের, সমবেদনা দিল্লির।
- সেজে তৈরি ঢাকা, নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ ভোটারদের বুথে আনা।
- জামিন খারিজ করতেই লাস ভেগাসে আদালত কক্ষে বিচারকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আসামি, চলল লাথি, ঘুসি।
- 'শুধু চোখ ছাড়া সব থাকবে ঢাকা', তালিবানি ফরমান না মানায় গ্রেফতারি আফগানিস্তানে।
- সোমালি জলদস্যুদের কবজায় বাণিজ্যতরী, বন্দি ১৫ ভারতীয়, অভিযান শুরু নৌসেনার।
- চূড়ান্ত সতর্কবার্তা ওড়াল হাউথিরা, লোহিত সাগরে জাহাজ লক্ষ্য করে ড্রোন বোট হামলা জঙ্গিদের।
- গণতন্ত্রে আঘাত! বাংলাদেশে নির্বাচন রুখতে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ বিএনপি।

খেলা

- জানতাম এটা ছোট ম্যাচ হবে, কেপ টাউনে জিতে বললেন রোহিত শর্মা।
- এখানেই টেস্ট অভিষেক। বুমরা জানালেন, নিউল্যান্ডস তাঁর কাছে স্পেশাল।
- দু'দিনের টেস্ট কোনও টেস্ট ম্যাচ নয়, পিচ নিয়ে তোপ ডেল স্টেইনের।
- হারিয়ে যাওয়া ব্যাগি গ্রিন টুপি ফিরে পেলেন ডেভিড ওয়ার্নার।
- জস হ্যাজলউডের বোলিং বিক্রমে সিডনিতেও হারের আতঙ্কে পাকিস্তান।
- ডনের পর অস্ট্রেলিয়ার সেরা ক্রিকেটার হতে পারেন প্যাট কামিন্স। দাবি ভনের।
- ব্রাজিল নয়, জোস মোরিনহোর কাছে আপাতত গুরুত্ব পাচ্ছে রোমাই।
- এমবাপের মতো প্লেয়ারকে নেওয়ার ক্ষমতা নেই বার্সার, বললেন কোচ জাভি।
- লাস পালমাসের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে জয় বার্সেলোনার।
- জাতীয় জিমন্যাস্টিক্সে তিনটি সোনা ও একটি রুপো বাংলার প্রণতি দাসের।

জ্ঞানের গভীরতা নিয়ে প্রবল সন্দেহের অবকাশ

ঋজু দত্ত
(তৃণমূল মুখপাত্র)

(গতকালের পর)

বাঙালিকে গীতাপাঠ করাতে কেন বাংলার বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে এমন কিছু মানুষকে যারা প্রধানত রাজনৈতিক এবং যাদের গীতা সংক্রান্ত জ্ঞান ও চর্চার গভীরতা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কিছু অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তার মূল কারণ একটাই, এই পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তসংখ্যা নিতান্তই কম। কিছু অবাঙালি শ্রেণির কাছে উনি নিশ্চয়ই পূজিত দেবতা কিন্তু এই বঙ্গদেশের বেশিরভাগটাই শৈব বা শাক্ত মতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁদের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বা কার্যকলাপ করে থাকেন এবং তাঁরা অন্যান্য অপর ধর্মের প্রতি অত্যন্ত সহিষ্ণু সুতরাং যেনতেনপ্রকারণে বিভিন্ন ভাবে এদের মধ্যে একটা উত্তর ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধারা ও সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেটার জন্য বেশ কিছু বছর ধরে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চলছে।

রামনবমীর সশস্ত্র মিছিল বার করা, বিভিন্ন জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো হনুমান মন্দির গজিয়ে ওঠা, হনুমান জয়ন্তী মহাধুমধামে পালন করা, ধনতেরাসে সোনা না কিনতে পারুক, বাঙালির মধ্যে শয়ে শয়ে ঝাঁটা কেনার প্রবণতা ঢুকিয়ে দেওয়া, রামমন্দিরের আদলে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল বানানো। এই সমস্ত কিছুই অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পরিকল্পিতভাবে সামগ্রিক বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মবাদের চিন্তাধারাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ আরএসএস ও বিজেপির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী 'ধর্ম আগে রাজনীতি পরে' এবং বাঙালির মধ্যে এই উত্তর ভারতীয় ধর্মীয় রাজনীতি বা মুসলমান-বিদ্বেষ কোনওটাই নেই বলে কিছুতেই বাংলায় দাঁত ফোটানো সম্ভব হচ্ছে না, সুতরাং এই মেরুদণ্ডে আঘাত করাটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। গেরুয়া ফ্যাসিজমের জয়যাত্রা এই বাংলায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সুতরাং গোবলয় সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলি আমাদের বাঙালিদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বঙ্গীয় সংস্কৃতির মাজাটা ভেঙে দেওয়া খুব জরুরি। *(চলবে)*

হৃদরোগীদের বাঁচাতে মিলবে এবার জীবনদায়ী ইঞ্জেকশন

গঙ্গাসাগর মেলা

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থীদের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যাতে মৃত্যু না হয় তার জন্য একাধিক ব্যবস্থা নিল এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। মেলায় এসে যদি কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হন তাহলে গোল্ডেন পিরিয়ডের মধ্যে যে ইঞ্জেকশনের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা রাখছে স্বাস্থ্য দফতর। মেলা গ্রাউন্ডে পাওয়া যাবে এই পরিষেবা। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এই ইঞ্জেকশন দিলে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠবেন রোগী। এই মূল্যবান ইঞ্জেকশনগুলি সাধারণ ভাবে কোনও বড় হাসপাতালে পাওয়া যায়। ভিন রাজ্য থেকে আসা কোনও পুণ্যার্থী হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাঁদের বড় হাসপাতাল অথবা কলকাতায় নিয়ে যেতে যেতে অনেক সময় মৃত্যু হয়। তাই এবার স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে এই বহু মূল্যের ইঞ্জেকশনগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা গ্রাউন্ডে।

শুক্রবার ফিরহাদ হাকিমের হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন কলকাতা পুরসভার ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর রুবিনা নাজ।
ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

গদ্দার হটাও, হলদিয়া বাঁচাও

(প্রথম পাতার পর)

হলদিয়ার বুক থেকে বিজেপি, সিপিএম আর কংগ্রেসকে মুছে দিতে হবে। হলদিয়াকে তৃণমূলের ঘাঁটি তৈরি করতে হবে।

বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ৮ ঘণ্টার কাজ তারপর ওভার টাইম। কিন্তু বিজেপি চাইছে ১২ ঘণ্টা কাজ করাতে। তৃণমূল কখনওই শ্রমিক বিরোধী শ্রম আইন চালু করতে দেবে না। একদিকে কেন্দ্রের জনবিরোধী সরকার রান্নার গ্যাস থেকে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়াচ্ছে। ১০০ দিনের বকেয়া পাওনা আটকে রেখেছে। আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে না। বাংলার ন্যায্য পাওনা ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখে মিথ্যা, অপপ্রচার চালাচ্ছে। আসলে বিজেপি বাংলাকে দুর্বল করতে চাইছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা হতে দেবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে একের পর এক জনমুখী প্রকল্পে রাজ্যবাসীর জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে তৃণমূল পরিবারকে অটুট রেখে পরিবারের হয়ে সকলকে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

কুণাল ঘোষ আরও বলেন, সিপিএম-আইএসএফ-কংগ্রেসকে একটি ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে দুটি ভোট দেওয়া। সিপিএম-আইএসএফ-কংগ্রেস বিরোধী ভোট ভেঙে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে চাইছে। কিন্তু দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীকে সমস্তরকম সহযোগিতা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এ-রাজ্যে কংগ্রেস বিজেপির বি টিম হয়ে কাজ করছে। কুণালের সংযোজন, এখানকার এক গদ্দার, বেইমান, বিশ্বাসঘাতক নিজেকে বাঁচাতে দল বদলে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছে। তাই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে হলদিয়াকে লোকসভা নির্বাচনে গদ্দার ও বিজেপি মুক্ত করতে হবে।

আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হলদিয়ার মতো শিল্প শহরের শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য দিল্লির প্রভুদের হয়ে এই জেলার গদ্দার অধিকারী পরিবার কাজ করছে। গদ্দারের কথায় বাংলার মানুষের টাকা আটকে রেখেছে দিল্লি। যেন এই টাকা ওদের পৈতৃক সম্পত্তি। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার হকের টাকা আদায়ের জন্য দিল্লিতে আন্দোলন করেছেন। এদিনের স্মরণসভায় কুণাল ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন হলদিয়া টাউন সভাপতি মিলন মণ্ডল সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

কেন জানিয়ে যায়নি ইডি

(প্রথম পাতার পর)

সেই কারণে বাংলার ক্ষেত্রে নাটক করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খল একপ্রকার মানুষ থাকেন। তাঁদের উসকে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারকে জানিয়ে যদি এই অভিযান চালানো হত, তাহলে এই বাধার সৃষ্টি হত না। নিদেনপক্ষে মুখ্যসচিবকে জানাতে পারত। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্যই হল কাউকে জানাব না। ভোট আসছে, তাই বিজেপির মদতে এই হেনস্থা। ভোটের আগে তা ফলাও করে প্রচার করাই উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে দেখানোর চেষ্টা যে, বাংলার আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। প্রতিবার নির্বাচনের আগে পরিকল্পিত চেষ্টা করা হয়। একুশেও হয়েছে, ২৪-শেও হবে। শশীর সাফ কথা, হিংসাকে আমরা সমর্থন করি না। কখনও দুর্নীতির সঙ্গে আপস করেনি তৃণমূল। আসলে কেন্দ্র তদন্ত প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে। এটাকে একটা অ্যাজেন্ডায় রূপান্তরিত করেছে বিজেপি। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, এই ঘটনা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। যেভাবে যেখানে সেখানে কেন্দ্রীয় এজেন্সিদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষ ক্ষেপে যাচ্ছেন। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। শান্তিপূর্ণ রাজ্যে অশান্তি ছড়াতে বিজেপি প্ররোচনা দিচ্ছে। তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি সেলের রাজ্য সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, আজকের ঘটনাটি ছিল বাংলার মানুষের প্রতি নির্লজ্জ অবজ্ঞা আর অতিরিক্ত উসকানির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া! মনে হচ্ছে, সমস্ত ইডি-সিবিআই অভিযান বিরোধী দলের জন্য সংরক্ষিত।

দাঁতন সমবায় সমিতি তৃণমূলের

(প্রথম পাতার পর)

সুতরাং শাসকদল তথা তৃণমূলের প্রতিনিধিরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। জয়ের পর উচ্ছ্বসিত ঘাসফুল শিবির। এদিন বিকেলে সবুজ আবির উড়িয়ে ও মিষ্টিমুখ করে মেতে উঠলেন তৃণমূল নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। পাশাপাশি এই বিজয়োল্লাসে শামিল হয়ে দাঁতন ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতেকার আলি ও হরিপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি কার্তিক চন্দ্র জানা সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইফতেকার আলি জানিয়েছেন, এই জয় মা-মাটি-মানুষের জয়। এখানে বিরোধীদের কোনও অস্তিত্ব নেই। মানুষ চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সমর্থন করবে।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০